[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

জেন্ডার, এনজিও ও অংশীজন অংশগ্রহণ ইউনিটের সাবেক জাতীয় পরামর্শক ডা. এ.জি.এম. মাশুকুর রহমান, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (অবসরোত্তর ছুটিতে) মো. আবু মোমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদ, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের মেডিকেল অফিসার ডা. মো. গোলাম রাফি, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের পরিচালক (গবেষণা) ও যুগ্ম সচিব এস.এম. আবু হোরায়রা এবং মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু।

এ সময় দুই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় প্রটোকল, ধর্ষণ-পরবর্তী চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা মডিউল, অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ এবং স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) ব্যবহারের ব্যবহারিক দিক তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে সার্ভাইভার-কেন্দ্রিক ক্লিনিক্যাল, ফরেনসিক ও মেডিকোলিগ্যাল সেবা, প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংরক্ষণ, রিপোর্টিং এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

আলোচনায় বলা হয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের জেন্ডার, এনজিও ও অংশীজন অংশগ্রহণ ইউনিট ২০১৭ সাল থেকে স্বাস্থ্য খাতে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার প্রতিক্রিয়া কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এর মাধ্যমে সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের জন্য সমন্বিত ও সার্ভাইভার-কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য ও মেডিকোলিগ্যাল সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ঝিনাইদহে নারী ও কন্যা শিশুর

প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে অ্যাডভোকেসি ডায়লগ

ঝিনাইদহে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) জোরদার করণে অ্যাডভোকেসি ডায়লগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (৩ জুন) সকালে ঝিনাইদহ ব্র্যাকের আঞ্চলিক কার্যালয়ে ব্র্যাক জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি কর্মসুচির আওতায় এই ডায়লগের আয়োজন করা হয়।

এডভোকেসি ডায়লগে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে স্থানীয় পর্যায়ে রেফারেল ম্যাকানিজম ও সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয়ের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করার উপর আলোচকগণ আলোচনা করেন এবং প্রত্যেকেই তাদের অবস্থান থেকে করণীয় সম্পর্কে মতামত দেন। অ্যাডভোকেসি ডায়লগে সভাপতিত্ব করেন ব্র্যাক ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর শিপ্রা বিশ্বাস।

উক্ত অ্যাডভোকেসি ডায়লগে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ আদালতের সিনিয়র সিভিল জজ জেলা লিগাল এইড অবন্তিকা রায়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিলকিস আফরোজ, উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মুন্সী ফিরোজা সুলতানা, সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মমিনুর রহমান।

এছাড়া সমমনা ৩ টি স্থানীয় এনজিওর নির্বাহী পরিচালকগণ, সাংবাদিক সাজ্জাদ আহমেদসহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের বিভিন্ন প্রোগামের প্রতিনিধিগণ এবং নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করে যাওয়া ব্র্যাকের কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার, কাস্টমার সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং সাব-সেন্টার ইনচার্জগণ।

এ অনুষ্টানের প্রতিবেদন উপস্থাপন ও পরিচালনা করেন জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি কর্মসূচির রিজিওনাল ম্যানেজার মোহাম্মদ নাহিদুজ্জামান।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সেই সাথে বিরোধী রাজনৈতিক মতের সকল বন্ধুদের সহযোগিতা কামনা করছি। সহিংসতার রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে আমরা ঐক্য, সম্প্রীতি ও উন্নয়নের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

”তিনি চুয়াডাঙ্গা-১ আসনকে একটি শক্তিশালী, আধুনিক ও দুর্নীতিমুক্ত জনপদ হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধিতে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের মাধ্যমে সকলের উদ্দেশ্যে বলেন সহিংসতা নয়,আমরা সকলেই ভাই ভাই।তাই সহিংসতা পরিহার করে সুস্থ সুন্দর সমাজ গঠনে এগিয়ে আসি।

সেই সাথে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতায় কামনা করেন। এলাকার সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ঝিনাইদহ নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় আহত ১৩

ঝিনাইদহ-৪ আসনে নির্বাচন পরবর্তী পৃথক তিনটি সহিংসতায় কমপক্ষে ১৩ জন আহত হয়েছে। এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনী কার্যলয় ভাংচুর ও অগ্নীসংযোগ করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত ঝিনাইদহ সদর ও কালীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এসব হামলা ও পাল্টা হামলা ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বেলা ১১টার দিকে কালীগঞ্জ শহরের নীমতলা বাসষ্ট্যান্ডের বাজার রোডে অবস্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের নির্বাচনী কার্যালয়ে হামলা করে ব্যপক ভাংচুর করা হয়। এসময় খোকন, ইভন ও জবেদ আলী নামে তিন বিএনপি নেতাকে পিটিয়ে জখম করে।

আহত জবেদ আলীকে যশোর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। জবেদ আলী

কালীগঞ্জ পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক।

একই সময় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নলডাঙ্গা ইউনিয়নের ভিটশ্বর গ্রামের ধানের শীষের সমর্থকরা কাপপিরিচের সমর্থকদের উপর হামলা করে। এঘটনায় আকরাম হোসেন, ফজলুর রহমান, ফারুক হোসেন, নজরুল ইসলাম ও জাফর উদ্দীন নামে পাঁচজন জখম হয়। এরমধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জখম সবাইকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অপরদিকে একই ইউনিয়নের খড়াশুনি গ্রামে কাপপিরিচের সমর্থক কওসার বিশ্বাসের উপর হামলা করে আহত করে ধানের শীষের সমর্থকরা।

এর আগে সকালে কালীগঞ্জ উপজেলার কোলা বাজারের খালকুলা গ্রামে ধানের শীষ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে ধানের শীষের সমর্থক রবিউল শেখ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক কাপপিরিচ প্রতিকের মোশারেফ শেখ ও ইব্রাহিম শেখ আহত হয়। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে ঝিনাইদহের মহেশপুরে দুর্বৃত্তরা প্রেসক্লাব মহেশপুর কার্যালয় ভাঙচুরর ও লুটপাট করে। এদিন রাত ৯ টার দিকে উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের পাশেই অবস্থিত প্রেসক্লাব মহেশপুর কার্যালয়ে এ হামলা চালানো হয়।

এসব ঘটনায় কালীগঞ্জ থানার ওসি জেল্লাল হোসেন জানান, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে ফোর্স পাঠিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। হামলার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে সহিংসতা প্রতিরোধে অ্যাডভোকেসি ডায়ালগ অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব জোরদার করণে অ্যাডভোকেসি ডায়ালগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার দিনব্যাপী ঝিনাইদহ ব্র্যাক আঞ্চলিক কার্যালয়ে ব্র্যাক জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি আয়োজনে এই অ্যাডভোকেসি ডায়ালগ অনুষ্ঠিত হয়।

অ্যাডভোকেসি ডায়ালগে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে স্থানীয় পর্যায়ে রেফারেল ম্যাকানিজম ও সরকারি- বেসরকারি উদ্যোগ সমন্বয়ের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করার উপর সকল আলোচক আলোচনা করেন এবং প্রত্যেকেই তাদের অবস্থান থেকে করণীয় নির্ধারণ করেন। ব্র্যাক ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর শিপ্রা বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে এডভোকেসি ডায়ালগে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ সাইফুর রহমান ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজ সেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আব্দুল কাদের, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মুন্সি ফিরোজা সুলতানা ।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন ও পরিচালনা করেন জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি কর্মসূচির রিজিওনাল ম্যানেজার জনাব মালবিকা সরকার চৈতী।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে

বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও কুষ্টিয়া ২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরী বলেছেন, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে আমাদের সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। শুধু আইন প্রয়োগ নয়, প্রয়োজন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

রবিবার সকালে কুষ্টিয়ার মিরপুরে নারী ও শিশু অধিকার ফোরাম ভেড়ামারা এবং মিরপুর উপজেলা শাখার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে

মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

রাগীব রউফ চৌধুরী বলেন, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা শুধু একটি ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, এটি একটি সামাজিক ব্যাধি। এই সমস্যা সমাধানে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজের প্রতিটি স্তরে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

তিনি আরও বলেন, এ ধরনের ফোরামগুলো সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। আমি তাদের পাশে আছি এবং সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছি।

সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও করণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরেন।

রাগীব রউফ চৌধুরী সমাজে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা এবং ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভায় অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন প্রস্তাব ও কার্যকর উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করেন এবং ভবিষ্যতে সমন্বিতভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন নারী ও শিশু অধিকার ফোরাম কুষ্টিয়া জেলা শাখার আহ্বায়ক এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ ইকবাল খান, জেলা শাখার সদস্য সচিব কাউছার আজম, সিনিয়র যুগ্ন আহবায়ক ইশতিয়াক মাহমুদ, যুগ্ন আহবায়ক রাজিবুল ইসলাম,মাসুমা খাতুন, মাহির আলী, ভেড়ামারা উপজেলা শাখার আহ্বায়ক আসিফ হাসান,সদস্য সচিব জান্নাতুল ফেরদৌস, যুগ্ন আহবায়ক, যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম রওনক, জিনিয়া খাতুন, ফয়সাল আহমেদ রানা, সদস্য রুবেল আলম, ফারুক হোসেন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ বলেন, নারী ও শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা কার্যক্রম, আইনি সহায়তা এবং পুনর্বাসনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতে রাগীব রউফ চৌধুরীর সঙ্গে সমন্বিতভাবে আরও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভায় দেশনায়ক তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা সহ সমাজে নারী ও শিশু অধিকার নিশ্চিত করনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গুরুত্বারোপ করেন।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই সভায় দাশ ও মুচি সম্প্রদায়, মুসলিম, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের দুটি গ্রুপ যারা সাধারণত একে অপরের প্রোগ্রামে অংশ নেন না। তারা সবাই একত্রিত হয়ে সম্প্রীতির এক মিলনমেলায় পরিণত করেন অনুষ্ঠানস্থলকে।

সভাটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্টের ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর মো. আশরাফুজ্জামান।

ঝিনাইদহে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, ধর্ষণের প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষনের মত অপরাধের প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

রোববার (১৬ মার্চ) সকালে শহরের পায়রা চত্তেও এ কর্মসূচির আয়োজন করে সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) জেলা শাখা। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ নানা শ্রেণিপেশার মানুষ অংশ নেয়।

মানববন্ধনে টিআইবি’র এরিয়া কো- অর্ডিনেটর হুমায়ুন কবির, সনাক সহ-সভাপতি আহমেদ হোসেনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, মানবিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ধর্ষণের অন্যতম কারণ।

এ ক্ষেত্রে আইনের সঠিক প্রয়োগের পাশাপাশি মানুষের সচেতনতা খুবই জরুরি।

কোটচাঁদপুরে জমি নিয়ে সহিংসতার শিকার শিম ক্ষেত

জমি নিয়ে বিবাদে প্রতিপক্ষরা কেটে সাবাড় করেছেন কৃষকের এক বিঘা ধরন্ত শিমের ক্ষেত। ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর মকছেদ মোড় সংলগ্ন মাঠে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় থানায় গতকাল শুক্রবার অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী কৃষক।

ভুক্তভোগী কৃষক গোলাম হোসেন বলেন,দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে আমি জমিটি ভোগ দখল করে আসছি। এর পরিবর্তে তারাও একটা জমি দখল করে খাচ্ছেন। এখন এই জমির দাম বেড়ে যাওয়ায়, তারা দখল নিতে বিভিন্ন তালবাহানা শুরু করেছেন। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা রাতে তারা আমাকে আমার শীমের ক্ষেত থেকে জোর পূর্বক ধরে নিয়ে মকছেদ মোড়ে যায়।

এরপর আমাকে লোহার বড় ও বাঁশের লাঠি দিয়ে বেধড়ক পিঠিয়ে জখম করেন। পরে আমি স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার হয়ে হাসপাতালে যায়। তিনি বলেন,প্রতিপক্ষরা আমাকে পিটিয়ে শান্ত থাকেননি। তারা ওই জমি দখল নিতে জমিতে থাকা শীম গাছ কেটে সাবাড় করে দিয়েছেন। আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন শীমের মাচায় থাকা বাশ, দড়ি, লতায়। এরপর শুক্রবার রাতের অন্ধকারে ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ করেছেন ওই জমি। বিষয় নিয়ে কোটচাঁদপুর থানায় ৪ জনের নামে অভিযোগ করেছেন বলে জানিয়েছেন ওই কৃষক।

অন্যদিকে নজরুল ইসলাম ও তাজুল ইসলাম জমি ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ করে দেবার কথা স্বীকার করলেও অস্বীকার করেছেন মারপিট করা ও শীম গাছ কেটে দেয়ার বিষয়টি। তারা বলেন, শীম গাছ তারাই কেটে দিয়েছেন। আর পাশের গরু ছাগলে কিছু নস্ট করেছেন। আর আমরা তাদেরকে মারধর করিনি, বরং তারাই আমাদের মারপিট করেছেন।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর পুলিশ ফাঁড়ির সহ উপ-পরিদর্শক (এএসআই) কুদ্দুস আলী বলেন, জমি সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের কিছু করার নাই। তবে যে মারামারির ঘটনায় আইনগত যা হয় সেটা করা হবে। আজ বিকেলে ঘটনাটি নিয়ে বসার কথা আছে। দেখা যাক কি দিয়ে কি করা যায়।

তিনি বলেন, প্রাথমিক তদন্তে যা পাওয়া গেল সেটা হচ্ছে, জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তাদের নিজেদের ঝামেলা দীর্ঘদিনের। ঘটনাটি নিয়ে বেশ কয়েক বার বিচার সালিশও হয়েছে।